২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

বিষয়ঃ **এনজিওদের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা যুক্তিসংগত করার পূর্বে সেক্টরগুলোর পুনর্গঠন/সংস্কার করতে হবে**। ৩০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে এনজিও প্লাটফর্মে প্রচার করা "Principles of Rationalization" নিয়ে মতামত।

১. আমরা একমত যে শরণার্থীদের জন্য সমপর্যায়ের সেবা নিশ্চিত করতে ক্যাম্পগুলোতে মানবিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ এবং সম্পৃক্ততা যুক্তিসংগত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবিক কার্যক্রমে তহবিল কমে যাওয়া পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতেও তা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

২. আমরা আরোও মনে করি যে সেবা প্রদানকারী এজেন্সিগুলোর মধ্যে সার্বিক সমন্বয়ের জন্য সেক্টর (Sector) এর প্রয়োজনীয়তা আছে। যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট মানদন্ড বজার রেখে শরণার্থীদের সেবা প্রদান সম্ভব হবে।

৩. র‍্যাশনালাইজেশন গ্রুপ (Rationalization Group) এই বিষয়ে কিছু খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করেছে। যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝে থাকি তাহলে সেক্টরগুলোর উদ্দেশ্য হবে (১) এনজিওদের যৌক্তিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা ও তাদের কার্যক্রম শিবিরের সবখানে ছড়িয়ে দেওয়া, (২) সকল স্তরে সমান সেবা প্রদানের জন্য একই মানদন্ড/ আদর্শমান নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করা যাবে-

- যদি কোন এনজিও শরণার্থী শিবিরে কাজ করতে চায় তবে সেই সংস্থাকে সেক্টরগুলো দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে;
- এনজিওগুলোকে পিএসইএ (PSEA) নেটওয়ার্কের সদস্য হতে হবে;
- এনজিগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের মানদন্ড/ আদর্শমান বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে দুইটি এপ্রোচের মাধ্যমে মানদন্ডকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যেমন মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে আদর্শমান; এবং সেবা আদর্শমান- যে সকল সেবাসমূহ তারা প্রদান করছে;
- দাতাদের কাছে থেকে কী পরিমাণ তহবিল পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে সে বিষয়ে এনজিওগুলোর ধারণা থাকতে হবে।

৪. এ বিষয়ে আমাদের নিম্নলিখিত উদ্বেগগুলো রয়েছে;

- স্থানীয় এনজিওগুলোর যারা শরণার্থী ক্যাম্পে সেবা প্রদান ও কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদের জন্য উপর্যুক্ত শর্তপূরণ করা কঠিন হবে। সেক্টর মিটিংগুলোতে তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম, কারণ কক্সবাজারে সেক্টর মিটিংগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য তাদের যথেষ্ট কর্মী নেই। তাছাড়া স্থানীয় এনজিওগুলোর মধ্যে খুব কদাচিৎ কর্মী পাওয়া যায় যারা ইংরেজিতে যোগাযোগ করতে সক্ষম।

- আমরা সেক্টর পুনর্গঠন/ সংস্কার করার প্রস্তাব করছি। এই বিষয়ে, অন্তত দুইটি স্তরে পুনর্গঠনের কথা বলছি (১) নেতৃত্বের ক্ষেত্রে, সেক্টরগুলোতে যৌথ নেতৃত্ব থাকতে হবে, এবং (২) স্থানীয় এনজিওগুলোর নেতৃত্ব থেকে অন্তত কো-চেয়ার নির্বাচন করতে হবে। পাশাপাশি কক্সবাজার পর্যায়ের সেক্টর মিটিংগুলো এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল যোগাযোগ বাংলায় হতে হবে।

৫. মানদন্ড/আদর্শমান বজায় রাখা (উদারহরণস্বরূপ, সিএইচএস এলায়েন্স (CHS Alliance, www.chsalliance.org) কর্তৃক মানবিক কর্মকান্ডে মূল আদর্শমান), একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার, এমনকি এবিষয়ে সার্টিফিকেট প্রাপ্তিও বেশ ব্যয়বহুল বিষয়। বাংলাদেশের একমাত্র স্থানীয় এনজিও হিসেবে কোস্ট ফাউন্ডেশন এইচকিউএআই (www.hqai.org) দ্বারা সনদ প্রাপ্ত সংগঠন। কোস্ট ফাউন্ডেশনকে ফি বাবদ প্রতি বছর ২ হাজার মার্কিন ডলার খরচ করতে হয়। তাই আইএনজিও এবং জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর যে সকল সংস্থা স্থানীয় এনজিওগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব করছে, তাদের উচিত মানদন্ড/আদর্শমান বজায় রাখার বিষয়ে স্থানীয় এনজিওগুলোর দক্ষতা উন্নয়নে কর্মসূচি/ প্রকল্প গ্রহণ করা।

৬. আমরা মনে করি এক্ষত্রে নিম্নলিখিত সম্ভাব্য মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে;

- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের খুব কদাচিৎ অংশগ্রহণ রয়েছে। যেহেতু তারা সেবা প্রদান করে থাকে সেহেতু সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরও কিছু আদর্শমান রয়েছে। সেবার আদর্শমান নির্ধারণ অবশ্যই তাদের আদর্শমানগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

- এনজিওএবি (এনজিও বিষয়ক ব্যুরো) সেক্টরগুলোর কথা শুনতে বাধ্য নয়। যদি কোন প্রকল্প এনজিওএবি এবং আরআরআরসি দ্বারা অনুমোদিত হয়, তবে সেক্টরগুলো কীভাবে তাদেরকে ক্যাম্পে কাজ করা থেকে বিরত রাখবে। সেক্টরগুলোকে অবশ্যই এনজিওএবি এবং আরআরআরসি অফিসের সাথে যোগাযোগ বজার রাখবে। আমরা জানি, জেলা প্রশাসক আনুষ্ঠানিকভাবে এনজিও প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৭. আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি জেআরপি (JRP)-কে একটি লাইভ ডকুমেন্ট হিসেবে প্রস্তুত রাখতে হবে। জেআরপিতে স্থানীয় এনজিওগুলোর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নমনীয় হতে হবে। বছরের মাঝামাঝিও যদি কোনো এনজিও তহবিল জোগার করতে পারে, তবে তাদেরকেও ক্যাম্পে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৮. জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো এবং কক্সবাজারের আইএসসিজি কদাচিৎ আইএএসজি (Inter Agency Standing Committee) দ্বারা নির্ধারিত স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও'র সংজ্ঞা অনুসরণ করে। অধিকাংশ সময়ে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে এমন জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো "বাংলাদেশি" এনজিও শব্দটি ব্যবহার করে, এবং এর ফলে এক ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যে সকল এনজিও কক্সাবাজার জেলা থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে এবং যে সকল এনজিওদের নেতৃবৃন্দ কক্সাবাজার জেলায় জন্মগ্রহণ করেছে, তাদেরকে স্থানীয় এনজিও হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, যদি তাদের কোন তহবিল নাও থাকে তারা কক্সবাজার ছেড়ে চলে যাবে না। যে সকল এনজিওর উৎপত্তি কক্সাবাজার জেলার বাইরে এবং বর্তমানে কক্সবাজারে সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে, নিশ্চতভাবেই বলা যায় তহবিল না থাকলে তারা কক্সাবাজার জেলা থেকে প্রস্থান করবে। মূলত স্থানীয় এনজিও এই সংজ্ঞা লোকালাইজেশন রোড ম্যাপ নামক প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে যার প্রস্তাবক হলো লোকালাইজেশন টাস্ক ফোর্স। সেগ (Strategic Executive Group) এ প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য পেশ করে ও প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে এবং মূলত এর নেতৃত্বে ছিলো ইউএনডিপি এবং আইএফআরসি। যদিও, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হচ্ছে না।